নবিজির জবানে
৩০টি ঘটনা

বই | নবিজির জবানে ৩০টি ঘটনা
মূল | শাইখ ইসাম বিন আব্দুল আজিজ আশ-শায়ি
অনুবাদক | হাসান মাসরুর
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

নবিজির জবানে ৩০টি ঘটনা

শাইখ ইসাম বিন আব্দুল আজিজ আশ-শায়ি

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

নবিজির জবানে ৩০টি ঘটনা

শাইখ ইসাম বিন আব্দুল আজিজ আশ-শায়ি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৪ হিজরি / জানুয়ারি ২০২৩ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১৮০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

শিক্ষক, দায়ি, খতিব, ইমাম, পরিবারের কর্তা,
বন্ধুবান্ধবের মজলিশ ইত্যাদি সবার জন্য এই
ঘটনাগুলো উপযোগী।

সূচিপত্র

অভিমত ¦ ০৯

ভূমিকা ¦ ১১

ঘটনা - ১ : নেক আমল : মুক্তির উপায় ¦ ১৩

ঘটনা - ২ : তাওবাকারী হন্তারক ¦ ১৭

ঘটনা - ৩ : পুরো উম্মাহর হিদায়াতের জন্য একজনই যথেষ্ট ¦ ২০

ঘটনা - ৪ : তাঁর অনুগ্রহেই এত এত গনিমত অর্জন ¦ ২৮

ঘটনা - ৫ : রুকইয়ার মাধ্যমে আরোগ্য ¦ ৩১

ঘটনা - ৬ : কুরআন নাজিল ও দাওয়াহ ¦ ৩৪

ঘটনা - ৭ : কুরআন : প্রশান্তি ও একাগ্রতা ¦ ৪০

ঘটনা - ৮ : সদাকার ফজিলত ¦ ৪২

ঘটনা - ৯ : কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বৃদ্ধি পায় ¦ ৪৫

ঘটনা - ১০ : প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে প্রতিদান রয়েছে ¦ ৫০

ঘটনা - ১১ : তিন শিশু—মাতৃক্রোড়ের সত্য কথক ¦ ৫২

ঘটনা - ১২ : মৃত্যু : সবার শেষ ঠিকানা ¦ ৫৯

ঘটনা - ১৩ : মুমিনের কষ্ট বিপদ মুক্তির লক্ষণ ¦ ৬২

ঘটনা - ১৪ : সন্তান দুনিয়ার সৌন্দর্য ¦ ৬৬

ঘটনা - ১৫ : আল্লাহর সাথে সততা
রক্ষা করলে তিনিও সততার মূল্য দেন ¦ ৬৮

ঘটনা - ১৬ : আল্লাহর প্রতি সম্মান ও ভয় ¦ ৭৪

ঘটনা - ১৭ : তথায় রয়েছে তোমাদের চাহিদার সবকিছুই ¦ ৭৬

ঘটনা - ১৮ : আত্মহত্যার জঘন্যতা ¦ ৭৮

ঘটনা - ১৯ : আমার রহমত আমার ক্রোধের চেয়ে এগিয়ে গেছে ¦ ৮১

ঘটনা - ২০ : আল্লাহ হয়তো মাফ করে দেবেন ¦ ৮৪

ঘটনা - ২১ : উত্তম পন্থায় দাওয়াহ মুক্তির পথ সুগম করে ¦ ৮৬

ঘটনা - ২২ : দুই নারী ও ন্যায়বিচার ¦ ৯০

ঘটনা - ২৩ : রবের কাছে সুলাইমান ﷺ-এর দুআ ¦ ৯৩

ঘটনা - ২৪ : প্রাণীরাও আল্লাহর ইচ্ছায় কথা বলে ¦ ৯৬

ঘটনা - ২৫ : একনিষ্ঠ সদাকার বরকত ¦ ৯৯

ঘটনা - ২৬ : আল্লাহর ইচ্ছা সকল ইচ্ছার উর্ধ্বে ¦ ১০২

ঘটনা - ২৭ : জিন শয়তান ও সালাত ¦ ১০৫

ঘটনা - ২৮ : শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় ¦ ১০৮

ঘটনা - ২৯ : আইয়ুব ﷺ ও বারাকাহ ¦ ১১১

ঘটনা - ৩০ : আল্লাহর রহমত ¦ ১১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের, যিনি ঘোষণা করেছেন :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।'[১]

দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যাঁর ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

'আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহি, যা প্রত্যাদেশ হয়।'[২]

আমার শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই দূরদর্শী দায়ি আমার নিকট এই গ্রন্থটি উপস্থাপন করেছেন—যাতে রাসুল ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে বর্ণিত ৩০টি ঘটনা বিন্যস্ত রয়েছে, যেগুলো তাঁর কাছ থেকে সরাসরি সাহাবায়ে কিরাম ﷺ শ্রবণ করেছেন; আর তাঁদের কাছ থেকে যুগে যুগে অসংখ্য বর্ণনাকারীগণ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আমার দৃষ্টিতে বইটি খুবই চমৎকার। কেননা,

১. এর ঘটনাগুলো স্বয়ং রাসুল ﷺ-এর জবানে বর্ণিত হয়েছে।

২. এগুলোতে রয়েছে আমাদের জন্য নানান শিক্ষা ও প্রজ্ঞা।

৩. উপস্থাপন ভঙ্গিটাও বেশ সুন্দর এবং দুর্বোধ্য কথাগুলোর ব্যাখ্যা আরও সুন্দর।

১. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১১১।
২. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩-৪।

৪. এই ঘটনাগুলোতে রয়েছে শরিয়তের বিভিন্ন আহকাম, ইসলামি আদব, শিষ্টাচার পদ্ধতি এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারী বিষয়।

তাই বাবা-মা, অভিভাবক, দায়ি প্রত্যেকের কাছে আমার আকুল আবেদন, এই ঘটনাগুলো থেকে যেন তারা প্রকৃত ফায়দাটুকু গ্রহণ করে নেন এবং নিজের ছেলে-মেয়ে ও সাধারণ মানুষের কাছে তা যথাযথভাবে বর্ণনা করেন। কেননা, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখায়, সেও আমলকারীর মতোই প্রতিদান পায়।

পরিশেষে, আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার ভাই ইসাম আশ-শায়ি এর প্রতি—যিনি সবার জন্য শিক্ষণীয় এমন চমৎকার একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন।

দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও রাসুল মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর প্রতি।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-আল্লাফ আল-গামিদি

মসজিদে নববি

৫/৬/১৪৩০ হিজরি

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله الذي أرسل لنا أعظم أنبيائه، وأكرمنا بسنة خير أصفيائه، محمد بن عبد الله أعظم البشر خلقا وأفصحهم لسانا، وأقواهم إيمانا. من تمسك بسنة هذا النبي فقد فاز فوق الصراط قد جاز وبحظ وفير قد حاز كم تعجب من صبرة علي الكربات، ومن حلمه علي السفاهات، أمر بكل يسر، ونهي عن كل عسر.

প্রিয় রাসুল ﷺ—যিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর উপস্থাপক ও শ্রেষ্ঠ স্পষ্টভাষী—তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত কিছু ঘটনা আমি এই কিতাবে সন্নিবেশ করেছি। যার সবগুলোই সহিহ হাদিসে বর্ণিত। প্রতিটি ঘটনা শেষে কিছু শিক্ষা যুক্ত করে দিয়েছি; যাতে ভাবটুকু বুঝতে সুবিধা হয় এবং প্রতিটি হৃদয় প্রয়োজনীয় খোরাক সংগ্রহ করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'অতএব আপনি যখন কুরআন পাঠ করবেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।'[৩]

তাই আমি প্রথমেই আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করতে যাচ্ছি। এর কিছু কিছু শব্দের অর্থ খানিকটা কঠিন; ফলে অর্থগুলো বোধগম্য হওয়ার লক্ষ্যে (আরবি মূল কিতাবে) বন্ধনী দিয়ে সহজ অর্থ লিখে দিয়েছি; যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন এবং অন্যের কাছে বর্ণনা করতেও সুবিধা হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমি একটি হাদিস তুলে ধরছি। রাসুল ﷺ বলেছেন :

৩. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৮।

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً....الخ.

'ইবলিস পানির ওপর তার সিংহাসন পেতে বসে। তারপর তার সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য। দিনশেষে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সৈন্য হয় সে, যে সবচেয়ে জঘন্য ফিতনা বাধিয়ে এসেছে...।'[৪]

আমি প্রতিটি হাদিসকে এভাবেই সন্নিবেশিত করেছি; যাতে শিক্ষকের পাঠদানে সুবিধা হয়, দায়িদের দাওয়াতি কাজ আঞ্জামে সহজ হয় এবং ইমাম ও খতিবদের মিম্বারে আলোচনা করতে অসুবিধা না হয় এবং অভিভাবকের পরিবার পরিচালনায় সহায়ক হয়। যদি এতে আমি কোনো অংশে ভুল করে থাকি, তবে তা শয়তানের ধোঁকায় আমার নিজের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি সঠিক কিছু হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

যারা এই কিতাবটি অধ্যয়ন করেছেন, প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন এবং লেখক ও তার পরিবার-পরিজনের জন্য দুআ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সবার মাঝে বারাকাহ দান করেন। আমিন।

ইসাম বিন আব্দুল আজিজ আশ-শায়ি

৪. সহিহ মুসলিম : ২৮১৩।

ঘটনা : ১

নেক আমল : মুক্তির উপায়

আবুল ইয়ামান ﵀ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শুআইব ﵀ জুহরি ﵀-এর কাছ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সালিম বিন আব্দুল্লাহ ﵀ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ বলেছেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا، وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ الْآخَرُ: اللهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

'তোমাদের পূর্বযুগে তিন ব্যক্তি একদা পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেলে তারা একটি গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর রাত অতিবাহিত করার জন্য গুহায় প্রবেশ করল সকলে। কিন্তু ভেতরে ঢুকার পর পাহাড়ের ওপর থেকে একটি পাথর পড়ে গুহার প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তাই সকলে বলল, "তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দুআ করা ব্যতীত এই পাথর সরাতে পারবে না।" অতঃপর তাদের একজন বলল, "হে আল্লাহ, একসময় আমার বৃদ্ধ বাবা-মা জীবিত ছিলেন। সন্ধ্যায় বকরির দুধ দোহন করে তাদের পান করানোর আগে আমার স্ত্রী-সন্তানকে পান করাতাম না। একদিন কোনো এক কাজে আমার ঘরে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। ঠিক সময়ে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। ফলে যথারীতি তারা ঘুমিয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পর আমি তাদের জন্য দুধ নিয়ে এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে আছেন। তাদের পান না করিয়ে আমার স্ত্রী-সন্তানদের পান করাতেও বেশ খারাপ লাগছিল। তাই দুধের পেয়ালা হাতে তাদের শিয়রে জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। এভাবে রাত কেটে ফজরের সময়